অধিকন্তু যাহাকে স্তব করে সে মহাপশু—এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। সেই ভগবদ্ভক্তিবহির্মুখজনের সমস্ত অঙ্গগুলিই যে নিষ্ফল, তাহা পাঁচ্‌টী শ্লোকে দেখাইতেছেন—যে মানবের কর্ণরূপ পাত্র উরুপরাক্রম শ্রীভগবানের গুণগাথা শ্রবণ করে না, তাহার সেই কর্ণ দুইটীকে বৃথা গর্ত্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। হে সূত! যে জিহ্বা শ্রীভগবানের গুণগাথা কীর্ত্তন করে না, সে জিহ্বাকে দুষ্টা ভেকজিহ্বা বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৬ ॥

ন শৃন্বতোঽশৃন্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে তে বিলে বৃথারন্ধ্রে ইত্যর্থঃ। অসতী দুষ্টা।

ভারংপরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎ কাঞ্চনকঙ্কনৌ বা ॥ ৩৭ ॥

"ন শৃন্বতঃ" অশ্রবণকারী মানবের যে কর্ণরূপপাত্র, সে দুইটী কর্ণ বিলস্বরূপ অর্থাৎ বৃথা রন্ধ্র। অসতী দুষ্টা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী। যে মানুষের মস্তক মুকুন্দকে প্রণাম করে না, সে মস্তক যদি পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণরচিত মণি-মাণিক্যখচিত কিরীটশোভিতও হয়, কেবলমাত্র ভারই হইয়া থাকে। মানবের যে দুইটি হস্ত শ্রীহরির সেবাকার্য্য করে না, সেই হস্ত দুইটি সমুজ্জ্বল কাঞ্চন নির্ম্মিত কঙ্কন শোভিত হইলেও মৃতব্যক্তির হস্ততুল্যই বুঝিতে হইবে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৭ ॥

পটবস্ত্রোষ্ণীষেণ—কিরীটেন বা জুষ্টমপি। অপ্যর্থে বা শব্দঃ।
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরিক্ষতো যে।
পাদৌনৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতোহরের্যৌ ॥ ৩৮ ॥

পট্টবস্ত্ররচিত উষ্ণীষ বিভূষিত হইলে অথবা কিরীট দ্বারা সুশোভিত হইলেও শ্লোকস্থ "লসৎ কাঞ্চনকঙ্কনৌ বা" এই "বা" শব্দটি "অপি" অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। যে মানবসকলের চক্ষুযুগল শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহদর্শন করিতেছে না, সেই নেত্র দুইটি ময়ূরপুচ্ছস্থিত নেত্রতুল্য বৃথা। অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছে নেত্রের আকৃতি আছে বটে, কিন্তু দর্শনযোগ্যতা নাই। যে নেত্র দর্শনীয়তম শ্রীবিগ্রহদর্শন না করে, সে নেত্রকেও তেমনি বুঝিতে হইবে। অপর যে সকল মানবের পা দুখানি শ্রীহরিক্ষেত্রে গমন করিতেছে না, সেই দুখানি পা-কে বৃক্ষমূলতুল্য বুঝিতে হইবে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৮ ॥

দ্রুমবজ্জন্মভজেতে ইতি তথা বৃক্ষমুলতুল্যাবিত্যর্থঃ।
জীবঞ্জবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্তোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্জবো যস্তু ন বেদগন্ধম্ ॥ ৩৯ ॥

বৃক্ষেরমত জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বৃক্ষমূল যেমন কোথাও যায় না,